ষট্ পঞ্চমী ব্রত

ষট্ পঞ্চমী ব্রত সময় বা কাল

আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ষট্ পঞ্চমী ব্রত পালন করতে হয়।

ষট্ পঞ্চমী ব্রতের দ্রব্য বিধান

ঘট, আম ডাল, ফুল, দূর্বা, আতপ চাল, নৈবেদ্য ও মিষ্টান্ন। ব্রতের আগের দিন ব্রতিকে নিরামিষ খেয়ে খুব সংযমের সঙ্গে থাকতে হবে।

ব্রতের দিন নিয়ম মত ঘট স্থাপনা করে ফলমূল ও নৈবেদ্য দিয়ে পুজো করতে হয় তারপর ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়ে প্রণাম করা কর্তব্য।

ষট্ পঞ্চমী ব্রতকথা

একসময় দেবর্ষি নারদ ঘুরতে ঘুরতে গোলকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে নারায়ন ও লক্ষ্মীকে প্রণাম করে নারদ বললেন ,"হে প্রভু! আমি আজ একটি প্রার্থনা নিয়ে আপনাদের দুজনের কাছে এসেছি।

আমার সে প্রার্থনা আপনাদের পূর্ণ করতে হবে।"লক্ষ্মী ও নারায়ণ দুজনেই বললেন,"কি তোমার প্রার্থনা দেবর্ষি?"দেবর্ষি নারদ বললেন," প্রভু! আজ অবন্তী রাজ একেবারে লক্ষ্মী ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন।

চারদিকে হাহাকারে ভরে উঠেছে তার রাজ্য। ভক্তিমতি রানী আমার কাছে এই নিবেদন করেছে যে কি ধর্মানুষ্ঠান করলে, রাজা আবার লক্ষী লাভ করতে পারবেন ,রাজ্য আবার সুখ শান্তি ফিরে আসবে।

নারায়ন বললেন,"অবন্তিপুরের এই দৈন দুর্দশা আর হাহাকারের কারণ লক্ষ্মী বলতে পারে, তাকে জিজ্ঞাসা কর।"সেই সঙ্গে লক্ষ্মীকে বলবেন ,"প্রিয়ে! তোমাকে দেবর্ষির প্রার্থনা পূরণ করতে হবে।"

Published on: Jan, 09 2023 14:41

সেই কথা শুনে লক্ষী নারদকে বললেন,"অনেকদিন আগে অবন্তি রাজ আমাকে না মেনে সরস্বতীর কাছে দয়া প্রার্থনা করেছিলেন তার ফলে আমি অবন্তীর আজকে ত্যাগ করেছি।

তাই তার রাজ্যেও অশান্তি আর হাহাকারে পূর্ণ হয়েছে। তবে রাণী আমাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে থাকে। আমি রানীর পার্থনা নিশ্চয়ই পূরণ করব। যাও তুমি দেবর্ষি।

তাকে শর্ট পঞ্চমী ব্রত পালন করতে বলো, তাহলে আমি অবন্তি রাজগৃহে আবার অচলা হয়েই থাকবো।"এরপর দেবর্ষি,লক্ষীনারায়ণ কে প্রণাম করে অবন্তিপুড়ে চলে গেলেন।

রানী দেবর্ষির কাছে সব শুনে খুব ভক্তি করে ষট্ পঞ্চমী ব্রত পালন করলেন। তার ফলে লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি পরল অবন্তী রাজ্যে।

সারা রাজ্যের ভরে উঠলো ধন ধান্যে আর ক্রমেই অবন্তি রাজ্যে ফিরে এল পূর্বের মতো ধন-সম্পদ। অবন্তী রাজ্যের রাজার নাম এবং যশ আবার ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

ষট্ পঞ্চমী ব্রতের ফল

এই ব্রত পালন করলে মা লক্ষ্মীর দয়ার সংসারের কোন অভাব থাকে না।

Published on: Jan, 09 2023 14:41